

নাম: মোঃ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ

জন্ম তারিখ: ১৩ অক্টোবর, ২০০৭

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান : মিরপুর -১০

শহীদের জীবনী

শহীদ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ বিএএফ শাহীন কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলো। আহনাফ ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে। তার পৈতৃক নিবাস মানিকগঞ্জ।

জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

চার সদস্যের নিম্ন-মধ্যবিত্ত একক পরিবারের বড় ছেলে আহনাফ। পরিবার ও দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত সে। বাবা জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ একজন বিক্রয় প্রতিনিধি আর মা জনাবা পারভীন একজন মার্চেভাইজার হিসেবে কাজ করতেন। তারা থাকতো মিরপুর মধ্য পাইক পাড়ায়। মানিকগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে একটা কাঁচাঘর ছাড়া তাদের আর কোনো ভিটেমাটি নেই। আহনাফের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে একজন ব্যবসায়ী হওয়া। সে সবসময় বলত, সে চাকরি না করে নিজের কিছু করবে, যাতে পরিবার ও দেশ তাকে নিয়ে গর্বিত হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল আহনাফ। প্রথমবার টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেটে আহত হয়েও পুনরায় আন্দোলনে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল সে। মা ও খালা তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আহনাফ তাঁদের বলত, তোমাদের মতো ভীতু মা-খালাদের জন্য ছেলেমেয়েরা আন্দোলনে যেতে পারছে না। ১৯৭১ সালে যদি তোমাদের মতো মা-খালা থাকতো, তাহলে দেশ স্বাধীন হতো না। এমন কথায় মায়ের মন কাঁদলেও ছেলের সাহসিকতায় গর্ব অনুভব করতেন। ২০২৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল আহনাফের।

শহীদ হলো যেভাবে

৪ আগস্ট ২০২৪। রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বরে বিপুল সংখ্যক ছাত্রজনতা সমবেত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন স্বেচ্ছাচার পতনের এক দফায় পরিণত হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী হাসিনার আদেশে পুলিশ ছাত্রদের দমন করতে ভারী অস্ত্র নিয়ে হামলে পড়ে। সাথে যোগ দেয় ছাত্রলীগ। সমবেত ছাত্রদের একজন ছিল আহনাফ। দুপুরের খাবারের পর তিনটার দিকে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আহনাফ। পৌঁনে পাঁচটার দিকে পরিবারের সাথে তার ফোনে কথা হয়। তখনও সুস্থ ছিল আহনাফ। সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিওতে দেখা যায় গুলিবিদ্ধ একটি দেহ মিরপুর-১০ থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই ছিল আহনাফ। পেটে গুলি লেগেছিল তার। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই শাহাদাৎ বরণ করে সে। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে বক্তব্য

আহনাফের পরিবার এই মৃত্যুর শোকে মুহাম্মান। ছোট ভাই ইফতেখার তার ভাইয়ের গিটার আর টি-শার্ট ধরে কাঁদছে। আহনাফের মা যাকে পাচ্ছে তাকেই ছেলের ব্যবহৃত জিনিসগুলো দেখিয়ে বলছে, ‘ছেলেটা চলে গেছে, কিন্তু ঘরে রেখে গেছে অনেক স্মৃতি’।

আমি একমাত্র খালামনি। আহনাফের যতই প্রশংসা করি, কম হয়ে যাবে। সে যেমন ছিল দুঃস্থ, তেমন মেধাবী। নাজিয়া আহমেদ (শহীদের খালা) পারিবারিক অবস্থা

আহনাফের পরিবার একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। তার বাবা বিক্রয় প্রতিনিধি আর মা মার্চেভাইজার হিসেবে কাজ করে সংসার চালান। মানিকগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে একটা কাঁচাঘর ছাড়া তাদের আর কোনো ভিটেমাটি নেই।

তারা কী ফিরবে আজ সুপ্রভাতে?

সহপাঠীরা সবাই পরীক্ষা দিতে বসেছে। একটা ডেস্ক খালি। তাতে একটা ফুলের বুকট। সাদা কাগজের কালো কালিতে লেখা-শহীদ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ। কলেজের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় সবাই উপস্থিত কিন্তু নেই আহনাফ।

কোথায় আহনাফ? যে ছিল প্রাণবন্ত, চঞ্চল আর উদ্যোগী। ঘাতক মাত্র ১৭ বছরের এমন একটি ফুটফুটে কিশোরকে কীভাবে হত্যা করতে পারে? তার পুরো নাম মোঃ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ। সে ছিল স্বাধীনচেতা কিশোর। আর আট দশজনের মতো বাঁধা ধরা নিয়মে চাকরি করতে চাইত না সে। হতে চাইত উদ্যোক্তা। নিজেই কিছু একটা করে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল খুব। কিন্তু তার সকল ইচ্ছে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় নিষ্ঠুরতম স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পেটুয়া বাহিনীর নির্মম বুলেটের কাছে। কে জানত এই ১৭ বছরের কিশোর শহীদের রক্তের বিনিময়েই বাংলাদেশ থেকে বিদায় হবে একটি মাফিয়াতন্ত্রের। এই কিশোর শহীদ এই জাতিকে দিয়ে গেছেন মুক্তির স্বাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবিতা সবুজের অভিযানের চিরসবুজ শহীদ আহনাফ। কবির ভাষায়-ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

সত্যিই এই আধমরা জাতিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আহনাফের মতোই কিশোর যোদ্ধারা।

শহীদ আহনাফ ছিল বাবা-মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাবা নাসির উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন বিক্রয় প্রতিনিধি। শহীদ জননী সাফাত সিদ্দিকী পারভীন ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠানের মার্চেভাইজার। পিতামাতার বড় আদরের তনয় ছিল সে। মিরপুরের মধ্য পাইকপাড়ার ঘর আলোকিত করে অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখ ২০০৭ সালে জন্ম হয় আহনাফের। প্রথম সন্তানকে হৃদয়ের সব আদর বিলিয়ে বড় করে তুলে তার পিতামাতা। এসএসসির পর রাজধানীর বিএএফ শাহীন কলেজে বাণিজ্য

